সংবাদ

05 JUN 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি স্কুল কলেজে এখনও এমপিদের আধিপত্য

পাবনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ উপেক্ষিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

বেসরকারি স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান হিসেবে সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য এখনও বহাল আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ-নির্দেশ নিয়মাবলী মানেন না সংসদ সদস্য। উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নে সরকারি মনিটরিং জরুরি।

পাবনার সাঁথিয়া স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অসুস্থ হওয়ায় তার স্থলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে একজন জুনিয়র শিক্ষককে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ২০১৪-এর ১ সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজের ১৭নং (এমপিও শিট অনুসারে) তালিকার শিক্ষক মো. আক্কাছ আলীকে দায়িত্ব প্রদান করা

এমপিদের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

এমপিদের : আধিপত্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে এক বছরের বেশি সময় দায়িত্বে থাকায় সরকারি বিধান এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে হলে ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষক হওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেটিও উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ মো. আক্কাছ আলী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক। নিয়ম মোতাবেক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী রেগুলেশন (সংশোধন) ২০১৫-এর ৩ (র) মোতাবেক উপাধ্যক্ষ অথবা জ্যেষ্ঠতম পাঁচ জন শিক্ষকের মধ্য থেকে এমন একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে যিনি অধ্যক্ষ পদে প্রার্থী হবেন না। এক্ষেত্রে নিয়মের অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সাঁথিয়া ডিগ্রি কলেজে উপাধ্যক্ষ রয়েছেন এবং ৫ জন জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকের তালিকাও প্রদান করা হয়েছে। যারা অধ্যক্ষ পদে প্রর্থী হবেন না এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এর পরেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বা নিয়ম-কানুন মানেননি ম্যানেজিং কমিটি।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পাবনা-১ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শাসসুল হক টুকুকে গত ২১ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর একটি পত্র প্রদান করেন। উক্ত পত্রে বলা হয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ থেকে মো. আক্কাছ আলীকে অব্যাহতি প্রদান করে বিধি মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করার। কিন্তু এই চিঠি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি পাওয়ার দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস পরেও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিষয়টি আমলে নেননি। এ ব্যাপারে সংসদ সদস্য সাঁথিয়া কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শামসুল হক টুকুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'চিঠি পেয়েছি দেখা যাক কি করা যায়'।